দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে মাইক্রোসফট তার অবস্থান নিশ্চিত করতে চায়

ঃ আহমেদ চামি

☆ ইত্তেফাক ঃ বাংলাদেশে মাইক্রোসফটের অবস্থান কোথায়?

আহমেদ চামি ঃ আগে মাইক্রোসফট বাংলাদেশের মত বিকাশমান দেশগুলো সরাসরি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যতটা আগ্রহী ছিল- বর্তমানে তা অনেক বেড়েছে। মূলত ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিকভাবে মাইক্রোসফটের পণ্য সমাদৃত হওয়ায় ছোট ছোট বাজারগুলোতেও মাইক্রোসফট তার অবস্থান নিশ্চিত করতে চাচ্ছে। আর সেজন্যও বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন, শ্রীলংকা, ব্রুনেই ও ভিয়েতনামের গুরুত্ব মাইক্রোসফটের কাছে আগের চেয়েও বেশী।

☆ ইত্তেফাক ঃ বাংলাদেশকে আইসিটির ক্ষেত্রে কতটুকু সম্ভাবনাময় মনে হয়?

চামি ঃ আমি বলব, বাংলাদেশ এখনও শিশু। মাত্র যাত্রা শুরু করেছে। এটা আরো গতিশীল হওয়া উচিত। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার হওয়া উচিত। ঠিকমত সব হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই আমি সম্ভাবনাময় বলব।

☆ ইত্তেফাক ঃ বাংলাদেশে অপারেটিং সিস্টেম, অফিস প্রোডাক্ট এমনকি ব্যাক অফিস ও ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রেও মাইক্রোসফট পণ্যের ব্যবহার হচ্ছে ....

চামি ঃ আসলে সাধারণ মানুষের আইসিটি ব্যবহার এবং বড় আকারে কর্পোরেট লেভেলে আইসিটির ব্যবহার দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বাংলাদেশে বড় আকারে ব্যবহারের ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। বলা যায়, এই ব্যবহার মাত্র শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার হলে অনেক বেশী সফটওয়্যার ব্যবহৃত হতো। এটা হয়নি বলেই এতদিন বাংলাদেশের বাজারকে মাইক্রোসফট তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। এখন দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করেছে। এদেশে মাইক্রোসফট পরিচিত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেভাবে এর ব্যবহার নেই। আমরা চাচ্ছি সেটা বাড়াতে। আমরা বাংলাদেশে আমাদের পার্টনার সাউথটেকের মাধ্যমে চেষ্টা করছি সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য।

☆ ইত্তেফাক ঃ সফটওয়্যারের ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে আপনারা মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করছেন?

চামি ঃ সমস্যা আমাদের কাছে একটাকেই মনে হচ্ছে। সেটি হলো ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট (আইপিআর)। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন একটি গীতিমালা তৈরি করেছে যার ভিত্তিতে সফটওয়্যার বা এ জাতীয় ব্যতিক্রমী পণ্যের অবৈধ কপি এবং পাইরেসি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ডব্লিউটিও'র নীতিমালা ভিত্তিক আইপিআর বিধি প্রণীত হয়নি, আর এটাই আমাদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের প্রধান বাধা। এ সম্পর্কিত আইন এবং এর বাস্তবায়ন খুবই জরুরী।

> মাইক্রোসফট লিনাক্সকে কখনই জোরালো প্রতিযোগী হিসেবে মনে করে না। যদিও একটা শ্রেণী লিনাক্সকে নিয়ে খুব বেশী মাতামাতি করে। কিন্তু তারা মূল ব্যবহারকারী হিসেবে অত্যন্ত নগণ্য। যদি লিনাক্স খুব বড় কিছুই করতে পারত– তবে এতদিনে মার্কেটের বড় ধরনের অংশ দখল করে নিত। কিন্তু তা হয়নি। কেননা, কিছু ক্ষেত্রে ভালো করলেও বাণিজ্যিক সফটওয়্যার ও মাইক্রোসফটের অত্যাধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোর সাথে লিনাক্স কখনই প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করতে পারবে না।

☆ ইত্তেফাক ঃ আপনি কি বাংলাদেশের কপিরাইট আইনটি দেখেছেন?

চামি ঃ হ্যাঁ, ওটা আমি দেখেছি। ওটা পুরনো কপিরাইট আইনের একটি সংশোধিত রূপ হলেও ওখানে অনেক কিছু সম্পর্কেই সঠিক কোন নির্দেশনা নেই। ওতে ডব্লিউটিও'র নির্ধারিত আইপিআর বিধি প্রতিফলিত হয়নি। অথচ, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

☆ ইত্তেফাক ঃ আপনি তো এবার সরকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সফর করেছেন। এ বিষয়ে কোন আলোচনা কি আপনি করেছেন?

চামি ঃ হ্যাঁ। যখনই যে কর্মকর্তার সাথেই আমার কথা হয়েছে। আমি আইপিআর-এর কথা তাদেরকে বলেছি। আগামীতে যাদের সাথে আলোচনা হবে সেখানেও আমি এটা বলব। আসলে এটা না হলে এদেশে শুধু যে মাইক্রোসফট কাজ করতে পারবে-তা নয়। বরং এদেশী সফটওয়্যার শিল্পও বিকশিত হতে পারবে না। এছাড়া ব্যবহারকারীদেরও নানা সমস্যা হতে পারে। কেউ একজন টাকা খরচ করে একটা সফটওয়্যার বানালো। অন্য কেউ সেটা কপি করে ব্যবহার করল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে মেধাকে পুঁজি করে সফটওয়্যারটি বানাচ্ছে সে এবং যে খরচ করে সফটওয়্যারটির অর্ডার দিচ্ছে সে। অর্থাৎ ক্ষতি দু'পক্ষেরই হবে। আর এ ব্যাপারে উদ্যোগও দ্রুত নেয়া উচিত। কেননা, বেশী দেরী করলে মাইক্রোসফটও বাংলাদেশের বাজারের ব্যাপারে আগ্রহ হারাতে পারে।

☆ ইত্তেফাক ঃ আপনারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠক করছেন। এদেশের শিক্ষা খাতে মাইক্রোসফট কী ধরনের সহযোগিতা দেবে?

চামি ঃ নানা দেশেই মাইক্রোসফট এ ধরনের কাজ করছে। এখানেও করবে। তবে প্রস্তাব না আসলে তো মাইক্রোসফট এগিয়ে আসবে না। প্রস্তাবটা আপনাদের পক্ষ থেকেই আসতে হবে। এখন পর্যন্ত অবশ্য বাংলাদেশের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বাংলাদেশ যদি কোন উদ্যোগ নেয়, এবং পরিস্থিতি যদি অনুকূল হয়, তবে মাইক্রোসফট অবশ্যই সহযোগিতা দেবে। ভারতে যে সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে, তা মূলত সেদেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলেই। তবে বাংলাদেশে আপাতত আমরা শহরকেন্দ্রিক কার্যক্রমই চালাতে চাই।

☆ ইত্তেফাক ঃ তার মানে কি ব্যবসায়িক স্বার্থটাই এখানে প্রধান?

চামি ঃ মাইক্রোসফট আইটি ক্ষেত্রে যে ধরনের সহযোগিতা দেয়– তা মূলত সম্ভাবনার ভিত্তিতেই দেয়। আর এই বিষয়টি সরাসরি কেন্দ্রীয় সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে কোন দেশে সম্ভাবনা থাকলে মাইক্রোসফট আগ্রহী হবেই। ভারতকে মাইক্রোসফট অন্যতম ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করে। সে দেশের আভ্যন্তরীণ সফটওয়্যার বাজার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উদ্যোগ মাইক্রোসফটকে অভিভূত করেছে।

☆ ইত্তেফাক ঃ তাহলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কী করা উচিত?

চামি ঃ নিজেদের সম্ভাবনাগুলোকে যাচাই করতে হবে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি প্রচুর বেসরকারী উদ্যোগ নিতে হবে। আমি যতজনের সাথেই কথা বলেছি, সবারই এ বিষয়ে দারুণ আগ্রহ দেখেছি। এটা অবশ্যই খুব ইতিবাচক দিক।

☆ ইত্তেফাক ঃ সম্প্রতি আমাদের দেশে একটি আইসিটি নীতিমালা হয়েছে। আপনি কি পড়েছেন?

চামি ঃ না। আমি পুরোটা পড়িনি। তবে আমার যতটুকু দরকার ততটুকু আমি পড়েছি। এখানেও আমি বলব আইপিআর বিষয়ক সিদ্ধান্তটা আগে নিতে হবে।

☆ ইত্তেফাক ঃ যদি সরকার আইপিআর বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশী দেরী করে–মাইক্রোসফট সেক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেবে?

চামি ঃ আইপিআর-এর গুরুত্ব সরকার ও বেসরকারী খাতকেও অনুধাবন করতে হবে, পাইরেটেড সফটওয়্যার চললে ভাল কিছু হতে পারে না। এ বিষয়ে অনেক বাংলাদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি কথা বলেছি, তারা ইতিবাচক সাড়াই দিয়েছে। তবে এদেশে আমরা আমাদের পার্টনারের মাধ্যমেই আপাতত কার্যক্রম চালিয়ে যাব।

☆ ইত্তেফাক ঃ ওপেন সোর্স আন্দোলনের মূল হিসেবে লিনাক্সকে মাইক্রোসফট কতটুকু প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করছে?

চামি ঃ মাইক্রোসফট লিনাক্সকে কখনই জোরালো প্রতিযোগী হিসেবে মনে করে না। যদিও একটা শ্রেণী লিনাক্সকে নিয়ে খুব বেশী মাতামাতি করে। কিন্তু তারা মূল ব্যবহারকারী হিসেবে অত্যন্ত নগণ্য। যদি লিনাক্স খুব বড় কিছুই করতে পারত– তবে এতদিনে মার্কেটের বড় ধরনের অংশ দখল করে নিত। কিন্তু তা হয়নি। কেননা, কিছু ক্ষেত্রে ভালো করলেও বাণিজ্যিক সফটওয়্যার ও মাইক্রোসফটের অত্যাধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোর সাথে লিনাক্স কখনই প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করতে পারবে না। তাই এটিকে মাইক্রোসফট কোন সমস্যা হিসেবেও চিহ্নিত করে না। ❑

ভ্যালেনটাইন ডে-তে
পাঠকের লেখা

আগামী ভ্যালেনটাইন ডে উপলক্ষে তথ্যপ্রযুক্তি পাতায় পাঠকদের লেখা ছাপানোর বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে কিংবা ইন্টারনেটে ব্যবহার করতে গিয়ে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা হলো অচেনা কারো সাথে অথবা কোথাও কম্পিউটার শিখতে গিয়ে মনের মত একজন মানুষ – এ ধরনের যেকোন বিষয়ে আপনার মজার অভিজ্ঞতা বা ঘটনাবহুল বিষয়গুলো গল্প বা প্রবন্ধ আকারে লিখে পাঠান। সেরা লেখকদের জন্য থাকবে বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার। প্রতিটি লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ঠিকানা, ফোন নাম্বার/ ইমেইল (যদি থাকে), দিতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা– তথ্যপ্রযুক্তি, দৈনিক ইত্তেফাক,
১নং আর কে মিশন রোড,
ঢাকা-১২০৩।